একটি মাসিক 'ই' সাময়িকী

পদক্ষেপ বার্তা

www.padakhep.org

বর্ষ: ১৪ | সংখ্যা: ১৩৮ | আগস্ট ২০২৪

"মানবতার হাত বাড়াই, বন্যার্তদের পাশে দাঁড়াই" এই প্রত্যয়কে সামনে রেখে বন্যাকবলিতদের মাঝে মানবিক সহায়তা প্রদান করেছে 'পদক্ষেপ'

গত তিন দশকের মধ্যে সবচাইতে ভয়াবহ বন্যার কবলে বাংলাদেশ। এবারের ভারী বর্ষণ এবং উজান থেকে নেমে আসা ঢলে বন্যাকবলিত হয়েছে দেশের ১২ জেলা। এ সব জেলায় এখনও পানিবন্দি রয়েছেন ৬ লাখ ৯৬ হাজার ৯৯৫টি পরিবার। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন ৫৪ লাখ ৫৭ হাজার ৭০২ জন। বন্যায় দেশের মোট ১২টি জেলার ৬৮টি উপজেলার ৫০৪টি ইউনিয়ন/পৌরসভা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে সরকারি সূত্রে জানা যায়। জেলাগুলো হলো: ফেনী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, খাগড়াছড়ি, নোয়াখালী, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, সিলেট, চাঁদপুর, লক্ষ্মীপুর ও কক্সবাজার। পানিবন্দি ও ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের আশ্রয় দেয়ার জন্য মোট ৩ হাজার ৯২৮টি আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছিল।

এবার বন্যার ভয়াবহতার এক আগ্রাসী রূপ প্রত্যক্ষ করেছে দেশবাসী। এই বিপর্যয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর সম্মিলিত প্রয়াস মনে করিয়ে দেয় বিভিন্ন দুর্যোগে বাঙালি জাতি যে এক হতে জানে সেটা আবারও প্রমাণিত হয়েছে। বন্যা উপদ্রুত এলাকায় সরকারি বেসরকারিসহ সব পর্যায় থেকে ত্রাণ বিতরণ অব্যাহত আছে। আর এই প্রয়াসের অংশ হিসেবে "মানবিক উদ্যোগে, দেশজুড়ে একসাথে" এই প্রত্যয়ে বন্যার্তদের মাঝে 'পদক্ষেপ' পরিবার জরুরি মানবিক সেবা ও ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দিয়েছে বন্যা দুর্গত এলাকায়।

মানবিক সহায়তাকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিয়ে বন্যায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ফেনী জেলার ফেনী সদর, বুড়িচং ও পরশুরাম এবং কুমিল্লা জেলার বিভিন্ন এলাকায় ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে 'পদক্ষেপ' এর নিজস্ব উদ্যোগে এক কোটি টাকার জরুরি সেবা ও সামগ্রী বিতরণ করেছে। উক্ত ত্রাণ বিতরণ কর্মসূচিতে সংশ্লিষ্ট ব্রাঞ্চগুলোর কর্মীদের সাথে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের মাইক্রোফাইন্যান্স বিভাগের যুগ্ম পরিচালক সজিব হাসনাত, উপপরিচালক রফিকুল ইসলাম, সিনিয়র সহকারী পরিচালক মোস্তাফিজুল গণি, আইসিটি বিভাগের সহকারী পরিচালক শেখ মোহাম্মদ ইমরান এবং মাঠ পর্যায়ের জোনাল, এরিয়া ও ব্রাঞ্চ ম্যানেজারসহ অন্যান্য কর্মীবৃন্দ। এছাড়াও সংস্থায় কর্মরত সকল কর্মীরা তাদের একদিনের বেতন সরকারি ত্রাণ তহবিলে জমা প্রদান করে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে।

এদিকে স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যায় মানুষের প্রাণহানিসহ কৃষি খাত, গবাদিপশু, রাস্তা-ঘাট, ঘরবাড়ি কিছুই রেহাই পায়নি বানের জলে। ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। এই ক্ষয়ক্ষতির ফলে অনেক পরিবারের আয়ের প্রধান উৎস নষ্ট হয়ে গেছে, যা খাদ্যনিরাপত্তার উপর ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। এছাড়া যোগাযোগ ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং অনেক এলাকায় মোবাইল টাওয়ার বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ক্ষতিগ্রস্তরা পুরোপুরি যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছেন। প্রতিবারের মতো বন্যা পরিস্থিতিতে 'পদক্ষেপ' দরিদ্র ও বন্যার্ত মানুষদের পাশে থেকে কাজ করে চলেছে। দেশের বিভিন্ন এলাকা বন্যা কবলিত হওয়ার পর পরই সরকার এবং অন্যান্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সমন্বয়ে 'পদক্ষেপ' নিজস্ব তহবিলের মাধ্যমে জরুরি সহায়তা প্রদান শুরু করে। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে 'পদক্ষেপ' সতর্কবার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার পাশাপাশি শুকনো খাবারসহ বিভিন্ন মানবিক সহায়তা প্রদান করেছে। সরকারের পাশাপাশি জনগণের অংশগ্রহণ ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা দেশের বন্যা পরিস্থিতির উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে।

'আইসিবিসি' প্রকল্পের উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম

'আইসিবিসি' প্রকল্পের আওতায় গ্রাম ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা

বাংলাদেশ শিশু অ্যাকাডেমির সহযোগিতায় 'পদক্ষেপ' কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'সমাজভিত্তিক সমন্বিত শিশুযত্ন কেন্দ্রের' মাধ্যমে শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ ও সুরক্ষা এবং সাঁতার সুবিধা প্রদান প্রকল্পের আওতায় স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য গ্রামভিত্তিক কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। গত ৮ আগস্ট ২০২৪ তারিখে নরসিংদী জেলার মনোহরদী উপজেলায় অনুষ্ঠিত সভায় ভিপিএমসি কমিটির সভাপতি মোঃ খলিলুর রহমান এবং মনোনিত শিশু যত্নকারী কমিটির সদস্য সচিব, সাধারণ সদস্যবৃন্দ ও শিশুদের অভিভাবকগণ উপস্থিত ছিলেন। সদস্য সচিব সভায় শিশুযত্ন কেন্দ্রের মাসিক শিশু উপস্থিতির বাস্তব চিত্র, বিভিন্ন কার্যক্রমে শিশুদের অংশগ্রহণ, শিশুর ঝরে পড়া এবং শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সভায় শিশুদের অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য শিশুযত্ন কেন্দ্রকে সেবাদানের কেন্দ্র হিসেবে শিশুর জন্মনিবন্ধন, টিকাদান, চক্ষু ও কান পরীক্ষা, পানিতে ডুবা প্রতিরোধ, পুষ্টি বিষয়ক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান, কেন্দ্রে আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অভিভাবকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং যে কোন ধরনের সহযোগিতা প্রদানে উৎসাহিত করা ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়াও কমিটির সভার সভাপতি প্রকল্পটি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। উক্ত সভায় সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন প্রকল্প সমন্বয়কারী এবং ইসিসিডি অফিসার ও কেন্দ্রের সুপারভাইজারগণ।

'আইসিবিসি' প্রকল্পের আওতায় অভিভাবক সভা

প্রকল্পের আওতায় লক্ষ্মীপুর জেলার লক্ষ্মীপুর সদর, কমলনগর ও রামগতি উপজেলায় অভিভাতক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভাগুলোর মাধ্যমে শিশুযত্ন কেন্দ্রের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে শিশুর মা-বাবা ও কমিউনিটির অন্যান্য ব্যক্তিদের সম্পৃক্তকরণ, শিশুর লালন-পালন ও বাড়িতে শিশুর যত্ন, প্রারম্ভিক উদ্দীপনা ও শিখন এবং সুরক্ষা সম্পর্কে অবহিতকরণের উদ্দেশ্যে সভাগুলো অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্প এলাকা লক্ষ্মীপুর জেলায় ৫০০টি শিশু যত্ন কেন্দ্র চলমান রয়েছে। উক্ত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে গত আগস্ট ২০২৪ মাসে শিশুদের বাবা-মা/ অভিভাবক, কেন্দ্রের যত্নকারী, গ্রাম ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ও গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে প্রতিটি কেন্দ্রে অভিভাবক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় শিশুদের সুরক্ষা ও তত্ত্বাবধায়ন নিশ্চিত করতে এবং নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য গুরুত্বারোপ করা হয়। সভাগুলোতে সংশ্লিষ্ট জেলার শিশু অ্যাকাডেমির কর্মকর্তা ও প্রকল্পের কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

'আইসিবিসি' প্রকল্পের আওতায় স্থানীয় সাঁতার প্রশিক্ষক ও সুপারভাইজারদের সহায়তায় শিশুদের জীবন রক্ষাকারী সাঁতার প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ শিশু অ্যাকাডেমির সহযোগিতায় 'পদক্ষেপ' কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'সমাজভিত্তিক সমন্বিত শিশুযত্ন কেন্দ্রের মাধ্যমে শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ ও সুরক্ষা এবং সাঁতার সুবিধা প্রদান (আইসিবিসি)' প্রকল্পের আওতায় ভোলা জেলার ভোলা সদর ও লালমোহন উপজেলায় গত ১৩ আগস্ট থেকে শুরু হয়ে ১৯ আগস্ট এবং ২১ আগস্ট থেকে ২৭ আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত ২টি ব্যাচে সাত দিনব্যাপী ২টি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

এছাড়া চাঁদপুর জেলার চাঁদপুর সদর এবং লক্ষ্মীপুর জেলায় লক্ষ্মীপুর সদরে গত ২১ আগস্ট থেকে ২৭ আগস্ট ২০২৪ তারিখে ২য় ব্যচে স্থানীয় সুপারভাইজারদের উপর আরও একটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ১২ জন সুপারভাইজার ও ৮০ জন স্থানীয় সাঁতার প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। স্থানীয় সাঁতার প্রশিক্ষক ও সুপারভাইজারদের সাঁতার প্রশিক্ষণটি ভোলা জেলার সদর উপজেলার ১ম ব্যাচ উদ্বোধন করেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রাণালয়ের অধীনে ভোলা জেলার শিশু অ্যাকাডেমির প্রকল্প ম্যানেজার আক্তার হোসেন ও সহকারী প্রকল্প ম্যানেজার মোরশেদ আলী এবং চাঁদপুরের ২য় ব্যাচ উদ্বোধন করেন সংশ্লিষ্ট জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা মোঃ কাউছার আহমেদ ও সহকারী প্রকল্প ব্যবস্থাপক এটিএম আজিমুজ্জামান। প্রশিক্ষণগুলোতে বক্তারা প্রকল্পটির সুষ্ঠু বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন এবং স্থানীয় সাঁতার প্রশিক্ষণার্থী ও শিশুর অভিভাবকদের সাথে পারস্পারিক মতবিনিময় করেন। অন্যদিকে ভোলা জেলার সদর উপজেলার স্থানীয় সাঁতার প্রশিক্ষক ও সুপারভাইজারদের সাঁতার প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার প্রোগ্রাম উইং এর যুগ্ম পরিচালক আনিস হোসেন চৌধুরী এবং উপ-পরিচালক মোঃ কামরুল ইসলাম মারুফ। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রকল্পের কারিগরি সহায়তাকারি প্রতিষ্ঠান সিআইপিআরবি এর প্রশিক্ষণ সমন্বয়কারী মোঃ তৌহিদ হোসেন, মাস্টার ট্রেইনার মোঃ সাইফুল ইসলাম, মোছাঃ ফারজানা আক্তার প্রমুখ।

প্রকল্পে শিশুদের জীবন রক্ষাকারী সাঁতার প্রশিক্ষণ কার্যক্রমগুলোর প্রধান উদ্দেশ্য হলো, একটি নিরাপদ পুকুরে শিশুদের সাঁতার প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে পানিতে ডুবে যাওয়া প্রতিরোধ করা। প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে শিশুরা সাঁতার এবং উদ্ধার প্রক্রিয়ার শিক্ষা গ্রহণ করে একদিকে যেমন ডুবে যাওয়া থেকে নিজেদের বাঁচাতে সক্ষম হবে পাশাপাশি অন্যকেও পানিতে ডুবে যাওয়া থেকে উদ্ধার করতে পারবে। এই কার্যক্রম শিশুদের পানিতে ডুবে মৃত্যুর ঝুঁকি প্রায় ৯০% হ্রাস করবে। সাতাঁর প্রশিক্ষণগুলো সাতদিনব্যাপী দুইটি ধাপে পরিচালিত হয়। প্রথম ধাপ তাত্ত্বিক ও ২য় ধাপে ব্যবহারিক সেশনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণগুলো পরিচালিত হয়।

উল্লেখ্য যে, প্রকল্পের আওতায়, শিশুদের জীবন রক্ষাকারী সাঁতার প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্থানীয় সাঁতার প্রশিক্ষকদের (এলএসআই) সহায়তায় এলাকার একটি নির্দিষ্ট পুকুরে বাঁশের তৈরি নিরাপদ সাঁতার কেন্দ্রে ৬-১০ বছর বয়সি শিশুদের সাঁতার প্রশিক্ষণ প্রদান করা। সাঁতার প্রশিক্ষণার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে এবং তাদের সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেন। উক্ত প্রশিক্ষণে সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন প্রকল্পের প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর ও অন্যান্য কর্মীবৃন্দ।

'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

প্রকল্পের প্রতিবন্ধী ফোরামের মাসিক সভা

আগস্ট মাসে প্রকল্পের আওতায় নিকলী, মিঠামইন ও অস্টগ্রাম উপজেলার প্রতিবন্ধী ফোরামের মাসিক সভার আয়োজন করা হয়। সভায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, প্রতিবন্ধী ভাতা, আইজিএ, ক্ষুদ্র ব্যবসা, স্বাস্থ্যসেবা, বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ বিষয়ে তাদের সাথে আলোচনা করা হয়। ব্যবসা করে তাদের যে উন্নতি হয়েছে এবং পরিবারকে স্বাবলম্বী ও উন্নতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে এসকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। ভাতা পেয়ে আইজিএ বাস্তবায়ন করে প্রতিবন্ধী সদস্যরা ভালো আছেন বলে সভায় জানানো হয়। সেইসাথে সমাজে তাদের সম্মান ও গ্রহণযোগ্যতা বাড়ছে। উক্ত আলোচনা সভায় পিভিসি সদস্যসহ 'পদক্ষেপ' এর সংশ্লিষ্ট কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা

'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের আওতায় অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর সদস্যদের জন্য দুর্যোগ ও জলবায়ু মোকাবেলার লক্ষ্যে নিকলী, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলার ২৮টি ওয়ার্ডে বিশেষ সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গ্রাম পর্যায়ের জনগণকে নিরাপদে রাখার বিষয়ে বিভিন্ন সচেতনমূলক পরামর্শ প্রদান করেন।

সভায় দুর্যোগ ও বন্যাকালীন সময়ে কীভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে, বন্যার পূর্বে ও পরে কী করণীয় এবং অতিদরিদ্র জনগণের পরিবারগুলি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সময় নিজেদের রক্ষার জন্য কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে এসব বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়া কমিটিকে সক্রিয় রাখার জন্য সকলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করেছে।

সভায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ওয়ার্ড কমিটির সদস্য, পিভিসির সদস্য এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। উক্ত ওয়ার্ড কমিটিতে প্রকল্পের সদস্যদের অন্তর্ভুক্তির সুযোগ রয়েছে বলে সভায় জানানো হয়। সভায় 'পদক্ষেপ' এর অন্যান্য কর্মীবৃন্দও উপস্থিত ছিলেন, যারা এই উদ্যোগকে সফল করার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

যে কোন পরিকল্পনা একটি কাজকে সহজ ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। একইভাবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা দুর্যোগের পূর্বে, দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগের পরে উদ্ধার ও পুনর্বাসনমূলক কাজ সঠিক সময়ে সঠিকভাবে করতে সাহায্য করে। তাই ওয়ার্ড পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা থাকা জরুরি। জনগণের জীবন ও সম্পদ রক্ষার কাজটি সফলভাবে করার জন্য ইউনিয়ন পরিষদের ওয়ার্ড পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

কমিউনিটি ক্লিনিক ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা

প্রকল্পের আওতায় নিকলী, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম এই তিনটি উপজেলায় ২৮টি কমিউনিটি ক্লিনিক ব্যবস্থাপনা কমিটি (সিজি) গ্রুপ সক্রিয়করণ সভার আয়োজন করা হয়। সভার মূল বিষয়গুলো ছিলো, এলাকার অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সেবার আওতায় আনা, ঠিক মতো সেবা দেওয়া, সেবার মান উন্নয়নে সকলের একসাথে কাজ করা, বয়স্ক, মা ও শিশু, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যেন এ সেবা গ্রহণ করতে পারে সে দিকে নজর দেয়া। সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কমিটির সদস্য, পিভিসির সদস্য এবং 'পদক্ষেপ' এর কর্মীবৃন্দ।

সামাজিক উন্নয়ন কেন্দ্রের সদস্যদের ফোরাম ভিত্তিক ইভেন্ট আয়োজন

'পদক্ষেপ' এর পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্পের আওতায় সামাজিক উন্নয়ন কেন্দ্র কিশোরী ক্লাবের সদস্যদের নিয়ে একটি ইভেন্টের আয়োজন করা হয়। এতে নিকলী, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম এই তিনটি উপজেলায় ৮টি সামাজিক উন্নয়ন কেন্দ্রের কিশোরী ক্লাবের সদস্যদের নিয়ে ইভেন্টগুলোর আয়োজন করা হয়। কিশোরী ক্লাবের সদস্যরা 'নারীর ক্ষমতায়নে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে করণীয়' এর উপর উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। এতে কিশোরীরা নিজেদের মেধার বিকাশে নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ে উপস্থাপন করে। ইভেন্টে কিশোরী ক্লাবের সদস্যরা অংশগ্রহণ করে তাদের মনের ভাব প্রকাশ করতে পেরে তারা অত্যন্ত খুশি। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে পুরস্কার প্রদান করা হয়। এ সময় প্রকল্পের কর্মীবৃন্দ এবং স্থানীয় পিভিসির সদস্য, অভিভাবকবৃন্দ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ পালন

প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের মাধ্যমে শিশুর মৃত্যুর হার কমিয়ে আনা। সে লক্ষ্যে প্রকল্প এলাকার নিকলী, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম এই তিনটি উপজেলায় আগস্ট মাসে সরকারি প্রোগ্রামের সাথে এবং ইউনিয়ন পিভিসি পর্যায়ে বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহের র‍্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। কিশোরগঞ্জ জেলার নিকলী উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স হল রুমে এ বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ ২০২৪ উদযাপন করা হয়। এতে সংশ্লিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, মেডিকেল অফিসার, ডাক্তার, নার্স, স্থানীয় গণমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং প্রকল্পের সদস্যদের উপস্থিতিতে দিবসটি পালন করা হয়। পাশাপাশি সপ্তাহটিতে বিভিন্ন মা ও শিশু ফোরাম দিবসও পালন করা হয়। এ সময় 'পদক্ষেপ' এর কর্মীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

গ্রাম কমিটিতে এবং মা ও শিশু ফোরামে 'বয়সভিত্তিক আদর্শ খাবার নির্বাচন ও খাবার তৈরির প্রণালী প্রদর্শনী'

অপুষ্টি দূরীকরণের অনেক কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম কার্যক্রম হচ্ছে খানা পর্যায়ে পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ নিশ্চিত করা। অনেক সময় দেখা যায় বয়সভিত্তিক সঠিক খাবার পরিমাণ ও গুণগত মানের খাবার নির্বাচন এবং প্রস্তুত করা না হলে পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না। 'পদক্ষেপ' এর 'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের পুষ্টি ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা কম্পোনেন্টের আওতায় আগস্ট মাসে নিকলী, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম ইউনিটের ৮টি মা ও শিশু ফোরাম এবং ১৫টি পিভিসিতে "বয়স ভিত্তিক আদর্শ খাবার নির্বাচন এবং খাবার তৈরির প্রণালী প্রদর্শনী" অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে মা ও শিশু ফোরামের সদস্যদের মাঝে নবজাতক ও শিশুর খাদ্য এবং পুষ্টিকর খাবার রান্নার আদর্শ প্রণালী প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। ৫ বছরের কম বয়সী শিশুর অভিভাবক, গর্ভবতী ও প্রসূতি নারী, কিশোর-কিশোরী, প্রতিবন্ধী এবং প্রবীণ ব্যক্তিদের অংশগ্রহণকারী হিসেবে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। উক্ত প্রদর্শনীতে শূন্য থেকে ৫৯ মাস বয়সী শিশুর খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং পারিবারিক পর্যায়ে খাবার তৈরির সময় খাবারের পুষ্টিগুণ বজায় রাখার কৌশলগত দিকসমূহ তুলে ধরা হয়। এতে খানা পর্যায়ে স্বল্প খরচে ও আদর্শ প্রযুক্তিতে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে পুষ্টিকর খাবার রান্না সম্পর্কে তারা হাতে কলমে শিখতে পারছে।

কিশোর ও পুরুষদের অংশগ্রহণে জেন্ডার সচেতনতামূলক সভা (আলোর পথে সহযাত্রী)

'পদক্ষেপ' এর 'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের কর্মএলাকার নিকলী, মিঠামইন এবং অষ্টগ্রাম উপ-প্রকল্প ইউনিটের জেন্ডার কম্পোনেন্টের মাধ্যমে কিশোর ও পুরুষদের অংশগ্রহণে ৩টি জেন্ডার সচেতনতামূলক সভা (আলোর পথে সহযাত্রী) অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিলো, পরিবার ও সমাজে জেন্ডার ভিত্তিক বৈষম্য দূরীকরণ এবং নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে পুরুষ ও কিশোরদের সচেতনতা বৃদ্ধি মূলক, সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করা। প্রকল্পভুক্ত খানার সদস্যদের জেন্ডার সংবেদনশীল সভায় উপস্থিত ছিলেন কিশোর এবং তাদের অভিভাবকগণ। সভায় প্রকল্পের কারিগরি ও সহকারী কারিগরি কর্মকর্তা (পুষ্টি) এবং সিএনএইচপি কর্মীরা পরিবারে নারীর কাজ, বিশ্রাম ও বিনোদন, বাল্য বিবাহ, নারী নির্যাতন এবং যৌতুক প্রথা নিয়ে আলোচনা করা হয়। উক্ত সভার মাধ্যমে পরিবারে কিশোর ও পুরুষের ইতিবাচক ভূমিকা সম্পর্কে সকলে সচেতন হবে, পারিবারিক বিষয়ে নারী ও পুরুষের যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ, গৃহস্থলীর কাজে নারী ও পুরুষ উভয়ের অংশগ্রহণ, পরিবারে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি ও পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় হবে, সমাজে আরো অনেকেই এ ধরনের আচরণে উৎসাহিত হবে এবং কমিউনিটিতে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে।

অনুকরণীয় বাবা ক্যাম্পেইন বিষয়ক সভা

টেকসই উন্নয়নের জন্য নারী ও পুরুষ উভয়ের সহযোগিতা ও সহমর্মিতা গুরুত্বপূর্ণ। গৃহস্থলী কাজ এবং সন্তানের যত্নে পুরুষের অংশগ্রহণ, আয়বর্ধনমূলক কাজে নারী ও পুরুষের ন্যায়সংগত অংশগ্রহণ, পারিবারিক বিষয়ে যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং পারিবারিক নির্যাতন ও বাল্য বিবাহ হ্রাস নিশ্চিত করার গুরুত্ব অপরিসীম। এই বিষয়গুলো নিশ্চিত করার লক্ষ্যে "অনুকরণীয় বাবা" ক্যাম্পেইন বিষয়ক সভাটি প্রকল্পের জেন্ডার কম্পোনেন্টের আওতায় নিকলী, মিঠামইন এবং অষ্টগ্রাম উপ-প্রকল্প ইউনিটে ৩টি সামাজিক উন্নয়ন কেন্দ্রের সদস্যদের এবং অভিভাবকদের নিয়ে জেন্ডার সংবেদনশীল সভার আয়োজন করা হয়। সভায় পরিবারে বাবাদের ইতিবাচক ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। উক্ত সভার মাধ্যমে পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় হওয়ার পাশাপাশি বাবাদের ভূমিকা সম্পর্কে সকলে সচেতন হবে এবং ইতিমধ্যে সন্তানের যত্ন ও শিক্ষায় যারা ভূমিকা রাখছেন তারা আরও উৎসাহিত হবেন।

আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের আওতায় বিভিন্ন অনুদান ও উপকরণ বিতরণ

প্রকল্পের 'ফসল চাষ বিষয়ক' আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের আওতায় নিকলী ইউনিটের নিকলী ও কারপাশা ইউনিয়নের ০৫ জন অগ্রসরমান সদস্যকে মোট ১০০টি ডিম পাড়ার হাঁস, হাঁস পালনের ঘর, খাদ্য ও খাবার দেয়ার পাত্রসহ বিভিন্ন উপকরণ বিতরণ করা হয়। এ সময় প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

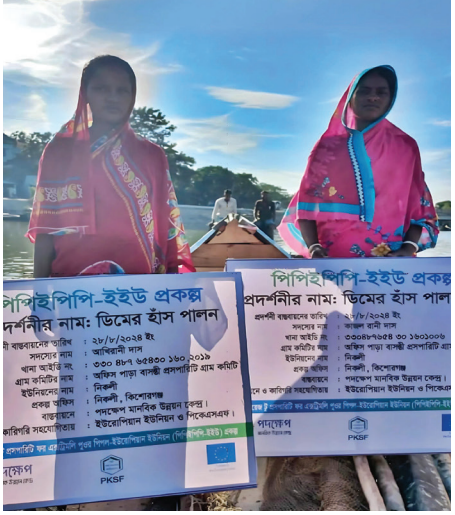

'আরএমটিপি' প্রকল্পের উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম

বাংলাদেশের অর্থনীতি এখনও গ্রামীণ ও কৃষি নির্ভর এবং এখানে ৮০ শতাংশ মানুষ অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত। এই পরিস্থিতির রূপান্তর নিশ্চিত করতে হলে যথাযথ অর্থায়নের পাশাপাশি প্রযুক্তি হস্তান্তর, প্রশিক্ষণ, বাজার সম্প্রসারণ ও সংযোগ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে অর্থনৈতিক কর্মচাঞ্চল্য সৃষ্টি আবশ্যক। ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতের উন্নয়ন দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত জরুরি। এ খাতে বিকাশের লক্ষ্যে এবং প্রান্তিক পর্যায়ের উৎপাদক ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য যথাযথ অর্থায়নসহ অন্যান্য উপাদান এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় 'রুরাল মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ট্রান্সফরমেশন প্রজেক্ট (আরএমটিপি)' প্রকল্পটি অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা রাখবে। উদ্ভাবনীমূলক প্রযুক্তি সন্নিবেশিত করে ও আদর্শ পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রকল্পটি নিরাপদ ও পুষ্টিসমৃদ্ধ উচ্চমূল্যমানের কৃষিপণ্যের উৎপাদন ও বাজার সম্প্রসারণে দেশের ৪.৫ লক্ষ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে প্রত্যক্ষ সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে 'আরএমটিপি' প্রকল্পটি কাজ করবে। আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ) ও ডানিডা এর যৌথ অর্থায়নে এবং 'পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)' এর কারিগরি ও সার্বিক সহযোগিতায় গোপালগঞ্জ জেলার ৫টি উপজেলায় 'রুরাল মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ ট্রান্সফরমেশন প্রজেক্ট (আরএমটিপি)' এর আওতায় 'নিরাপদ মৎস্য পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ' শীর্ষক ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করছে পদক্ষেপ। প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো "ভ্যালু চেইন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রকল্পভুক্ত প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র মৎস্যচাষি এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি, বাজার সংযোগ, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি পরিস্থিতি টেকসইভাবে উন্নত করা"। এরই ধারাবাহিকতায় আগস্ট ২০২৪ মাসে প্রকল্পের বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য উন্নয়নমূলক কার্যক্রমগুলো তুলে ধরা হলো।

নিরাপদ মৎস্য উৎপাদনে ফাম মেকানাইজেশন ও প্রোবায়োটিক ব্যবহার বিষয়ক প্রদর্শনী প্লট স্থাপন এবং উত্তম মৎস্যচাষ বিষয়ক অ্যাডভ্যান্স প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

'আরএমটিপি' এর উপ-প্রকল্প "নিরাপদ মৎস্য পণ্য উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণ" এর আওতায় আগস্ট ২০২৪ মাসে গোপালগঞ্জ এর উলপুর ইউনিয়নের ৬ জন মৎস্যচাষির প্রত্যেককে ১টি করে এয়ারেটর মেশিন, প্রোবায়োটিক, পুকুরের বেড়া হিসেবে নেট, মাছের খাবার ও ফেস্টুন/ব্যানার ইত্যাদি অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়। এ সময় তাদের পুকুরে এয়ারেটর মেশিন স্থাপন পদ্ধতি ও প্রোবায়োটিক ব্যবহারের সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন প্রকল্পের ভিসিএফ কৃষিবিদ মো: লেমন মিয়া। মৎস্যচাষি মোঃ মুঞ্জুর মোল্যা বলেন, "বর্ষা মৌসুমে পুকুরের পানিতে অক্সিজেন কম পাওয়া যায়, মাছ গাবায় বেশি। এই সময় এয়ারেটর মেশিন পেয়ে আমার অনেক উপকার হয়েছে, 'পদক্ষেপ' ও এর 'আরএমটিপি' প্রকল্পের সকলকে ধন্যবাদ।

উত্তম মৎস্যচাষ বিষয়ক অ্যাডভ্যান্স প্রশিক্ষণ প্রদান

প্রকল্পের আওতায় গোপালগঞ্জ জেলার ৫টি উপজেলা গোপালগঞ্জ সদর, টুঙ্গিপাড়া, কোটালীপাড়া, কাশিয়ানী ও মুকসুদপুরের মৎস্য চাষিদের নিয়ে আগস্ট ২০২৪ মাসে ২৩টি ব্যাচে সর্বমোট ৫৭৫ জন মৎস্যচাষিকে উত্তম মৎস্য চাষ বিষয়ক অ্যাডভ্যান্স প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সামনের মাসগুলোতে এই প্রক্রিয়া চলমান থাকবে। প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, স্থানীয় মৎস্য সম্প্রারণ প্রতিনিধি, বিএসসি ফিশারিজ ফ্রিল্যান্সার প্রশিক্ষকসহ বিভিন্ন প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের টেকনিক্যাল সার্ভিস অফিসারবৃন্দ। এই প্রশিক্ষণের আওতায় চাষিদের পুকুর প্রস্তুতকরণ, পোনা বাছাইকরণ, পুকুরে প্রিবায়োটিক ও প্রোবায়োটিকের সঠিক ব্যবহার, মাছের খাদ্য নির্বাচন ও মাছ পরিচর্যাসহ মাছের সঠিক বাজারজাতকরণ ও নিরাপদ মৎস্য পণ্য উৎপাদন বিষয়ে সার্বিক জ্ঞান ও ধারণা প্রদান করা হয়।

মৎস্য অধিদপ্তরের LEAF, লিড ফার্মার ও উপকরণ সরবরাহকারীদের সহযোগিতায় স্থানীয় পর্যায়ে মৎস্য সেবা এবং পরামর্শ কেন্দ্র ও বিভিন্ন প্রদর্শনী স্থাপন

প্রকল্পের "নিরাপদ মৎস্য পণ্য উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণ" এর আওতায় গোপালগঞ্জ এর রঘুনাথপুর ও পিঠাবাড়ি গ্রামের ২ জন লিড ফার্মারকে মৎস্য সেবা ও পরামর্শ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য উপকরণ সরবরাহ করা হয়। উপকরণ সরবরাহের মধ্যে রয়েছে পিএইচ মিটার, অ্যামোনিয়া কিট, সেক্কি ডিস, ম্যাগ্নিফাই গ্লাস ও চেয়ারসহ রেজিস্টার খাতা, কলম, স্কেল ও পরিবহন ব্যাগ। এ সময় উক্ত লিড ফার্মাররা স্থানীয় মৎস্যচাষিদের মাটি ও পানি পরীক্ষা, পানির তাপমাত্রা পরীক্ষা, মাছের ক্ষত পরীক্ষা, পুকুরে প্রাকৃতিক খাবারের পরিমাণ পরীক্ষাসহ যাবতীয় সহায়তা করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। এছাড়াও টুঙ্গিপাড়া উপজেলার ৩ জন মৎস্য চাষির মাধ্যমে ১টি প্রোবায়োটিক প্রদর্শনী ও ২টি আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে কার্প-গলদা মিশ্র চাষ প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে। এই সহযোগিতা পেয়ে মৎস্যচাষিরা অনেক খুশি হয়েছে। তারা প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণে তথা গোপালগঞ্জ জেলার মৎস্যচাষিদের সার্বিক সহযোগিতা করতে সবসময় অঙ্গিকারবদ্ধ বলে জানান।

'পদক্ষেপ' এর 'রেইজ' প্রকল্পের উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম

বাংলাদেশের মোট কর্মসংস্থানের ৮৬.২% অনানুষ্ঠানিক খাতে এবং ৭৮% কুটির ও ক্ষুদ্র উদ্যোগের সাথে সম্পৃক্ত যা টেকসই অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে (Labor Force Survey, ২০১৬-১৭)। বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ (অতিমারি) ও বৈশ্বিক মন্দাবস্থার কারণে শহর ও উপ-শহরাঞ্চলের অনানুষ্ঠানিক খাতের ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ব্যবসা কার্যক্রম অব্যাহত রাখা, তরুণ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের উদ্যোগ উন্নয়ন ও খাতভিত্তিক কারিগরি বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বেকার তরুণদের কারিগরি ও ব্যবসা বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন ও তরুণদেরকে প্রযুক্তি ফাঁদ (Technology Trap) ও স্বল্প মুজুরির (Low Wages) চক্র হতে বের করে আনা এবং মর্যাদাপূর্ণ কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে 'পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)' ফেব্রুয়ারি ২০২২ থেকে Recovery and Advancement of Informal Sector Employment (RAISE) প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করেছে। উল্লেখ্য, সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী যেমন দলিত, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, চর, হাওড়, পার্বত্য অঞ্চল, চা-বাগান ও উপকূলীয় এলাকা এবং প্রতিবন্ধী (PwD) তরুণদের 'রেইজ' প্রকল্পে অংশগ্রহণে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। 'পিকেএসএফ' ও 'বিশ্বব্যাংক' এর যৌথ অর্থায়নে গত জুলাই ২০২২ সাল থেকে পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র দেশের ১০টি জেলার ২২টি উপজেলায় মোট ২৮টি ব্রাঞ্চের মাধ্যমে রেইজ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, ১. কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম পুনরুদ্ধারে অর্থায়ন ও তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, ২. স্বল্প আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উদ্যোগের সম্প্রসারণে অর্থায়ন এবং ৩. নিম্ন আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণ-তরুণীদের শিক্ষানবিশি (Apprenticeship) বা ওস্তাদ-শিষ্য পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কর্মসংস্থানে সহায়তা প্রদান করা।

প্রকল্পের ১ নং কম্পোনেন্ট এর "কোভিড-১৯-এ ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ ও অগ্রসর-রেইজ ঋণ" কার্যক্রমের আওতায় কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম পুনরায় সচল রাখার লক্ষ্যে অর্থায়ন এবং তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি অর্থাৎ উদ্যোগ/ব্যবসায়ে ঝুঁকি মোকাবেলা এবং ব্যবসায়ে সফলতা অর্জনের জন্য ৩ দিনব্যাপী "ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং ব্যবসায় ধারাবাহিকতা" বিষয়ক (১,৭০০ জন অগ্রসর– রেইজ ঋণ গ্রহীতা সদস্যদের নিয়ে) মোট ৮৫ ব্যাচের প্রশিক্ষণ গত ফেব্রুয়ারি ২০২৩ থেকে শুরু করে ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রকল্পের কর্মএলাকার ১০টি জেলার ১১টি জোন, ১২টি এরিয়ার (১৫টি উপজেলা) ১৮টি ব্রাঞ্চে বাস্তবায়ন ইতিমধ্যে করা হয়েছে।

চলমান উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে প্রকল্পের "স্বল্প-আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ব্যবসা/উদ্যোগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন (অগ্রসর 'রেইজ' ঋণ) ও ব্যবসায়িক কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নসহ ও তাদের ব্যবসায়িক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ১৬ দিন/৯৬ ঘন্টার (প্রতিদিন ৬ ঘন্টা) 'ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন' বিষয়ক ৮টি ব্যাচের প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছে এবং জুন মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে মিরপুর, মোহাম্মদপুর, বাড্ডা, আশকোনা, কামরাঙ্গীরচর, কাপাশিয়া, শ্রীপুর, মৌচাক ও ভালুকা কর্মএলাকায় সংস্থার ৯টি ব্রাঞ্চে মোট ৯টি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। চলমান প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি মোট ৪টি পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এরমধ্যে সাধারণ ব্যবসা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ (মোট ২০ ঘন্টা/৪ দিন); "জীবন দক্ষতা উন্নয়ন" বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং মাঠ পরিদর্শন (৪০ ঘন্টা/৬ দিন); ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং ব্যবসায় ধারাবাহিকতা (১২ ঘন্টা/২ দিন); বিষয়ভিত্তিক/ কারিগরি বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং মাঠ পরিদর্শন (২৪ ঘন্টা/৪ দিন)। উক্ত প্রশিক্ষণগুলোর মধ্যে ইতোমধ্যে ৮টি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া কম্পোনেন্ট ০৩ এর স্বল্প-আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণদের জন্য "শিক্ষানবিশি কার্যক্রমের আওতায় মিরপুর ও মোহাম্মদপুর কর্মএলাকায় মোট ৮৪ জন মাস্টার ক্রাফট-পার্সন/দক্ষ ও অভিজ্ঞ কারিগরের অধীনে মোট ১৬৫ জন শিষ্য/শিক্ষানবিশকে গুরু-শিষ্য পদ্ধতিতে বিভিন্ন ট্রেডে ৬ মাসব্যাপী কারিগরি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে। পহেলা মে ২০২৪ তারিখ থেকে ৬ মাসব্যাপী ৩য় ব্যাচের শিক্ষানবিশি প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় ৫১ জন এমসিপি/ গুরু এর অধীনে ১০৩ জন শিষ্যের অংশগ্রহণে বিভিন্ন বিষয়ে ৬ মাসব্যাপী কারিগরি প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে, উক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি আগামী অক্টোবর ২০২৪ মাসে শেষ হবে। যেসব ট্রেডের উপর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান সেগুলো হলো- "ফ্যাশন গার্মেন্টস/ড্রেস মেকিং ও টেইলারিং, মোবাইল ফোন সার্ভিসিং, সেলাই মেশিন অপারেশন, গ্রাফিক্স ডিজাইন, স্মল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মেটাল ওয়ার্কস, আইটি সাপোর্ট টেকনিশিয়ান, বেকিং ও পেস্ট্রি প্রিপারেশন, কনজুমার ইলেকট্রোনিক্স, ইলেকট্রিক্যাল ইন্সটলেশন এন্ড মেইনটেনেন্স, হাউজকিপিং এন্ড ফুড এন্ড বেভারেজ সার্ভিসিং, মোটর সাইকেল সার্ভিসিং এবং কার্পেনট্রি ইত্যাদি"। অংশগ্রহণকারীরা উক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে সামগ্রিকভাবে শিল্পের উৎপাদন ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে এবং তাদের কর্মপরিবেশের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের সাথে একাত্মতা প্রকাশের সুযোগ ঘটবে।

এছাড়াও রেইজ প্রকল্পের "কমিউনিটি আউটরিচ" কার্যক্রমের আওতায় আগস্ট ২০২৪ মাসে মোট ১০টি কমিউনিটি আউটরিচ কার্যক্রম প্রকল্পের মিরপুর, মোহাম্মদপুর, কাপাশিয়া, শ্রীপুর, মৌচাক ও ভালুকা কর্মএলাকায় টেলিফোনিক যোগাযোগ, লিফলেট, পোস্টার বিতরণ এবং উঠান বৈঠকের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উক্ত কমিউনিটি আউটরিচ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারীদের সাথে প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত "স্বল্প-আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা/ব্যবসায়ীদের ব্যবসা/ উদ্যোগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন (অগ্রসর 'রেইজ' ঋণ) ও ব্যবসায়িক কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন ও তাদের ব্যবসায়িক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য 'ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন' বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করা হয়। এবং স্বল্প আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণদের জন্য ৬ মাসব্যাপী শিক্ষানবিশি কার্যক্রমের আওতায় প্রশিক্ষণ ও তাদের কর্মসংস্থানে সহায়তা প্রদানের জন্য অর্থায়ন এবং অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মসূচি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়া 'কমিউনিটি আউটরিচ' কার্যক্রমে বিভিন্ন সামাজিক জনসচেতনতামূলক যেমন: পুষ্টি, মাদকাসক্তি, যৌতুক, বাল্যবিবাহ, ইভটিজিং, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

কর্মী কল্যাণ তহবিল, সিপিএফ ও অনুদান প্রদান সংক্রান্ত তথ্য

আগস্ট' ২৪	ফেরত প্রদান	সিপিএফ	৩৫ জন	৩৭,০২,৬২৪/=
		কর্মী কল্যাণ তহবিল	৩৫ জন	২,৪১,১০০/=
	অনুদান প্রদান	কর্মী স্বেচ্ছা সঞ্চয় ও বীমা প্রোগ্রাম	৩৮ জন	১১,৩৪,৬৩৩/=
		কর্মী কল্যাণ তহবিল	২২ জন	৫,২৩,১৪৫/=

পিআইডিএম থেকে সেবা গ্রহণ সংক্রান্ত তথ্য

মাস	সংস্থার সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	মিটিং/পরীক্ষা/ ওয়ার্কশপ সংখ্যা	ট্রেনিং সংখ্যা	পদক্ষেপ	অন্যান্য সংস্থা
আগস্ট-২০২৪	১৪	৬৮৬	৪	৭	৪৩১	২৫৫

'রেমিটেন্স' লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য

সুবিধাভোগী (আগস্ট'২৪)	মোট অর্থ প্রদান (আগস্ট'২৪)	সর্বমোট সুবিধাভোগী (২০০৯-২০২৪)	সর্বমোট অর্থ প্রদান (২০০৯-২০২৪)
১৩৭ জন	৯৮,৭৬,৫৭৭/=	১,৬০,৯৫১ জন	৫,২০৩,০২৮,৩৩০/=

'ইবনে সিনা ট্রাস্ট' ও 'পদক্ষেপ' এর মধ্যে কর্পোরেট চুক্তি সম্পাদন

'ইবনে সিনা ট্রাস্ট' এবং 'পদক্ষেপ' এর যৌথ উদ্যোগে গত ১৪ আগস্ট ২০২৪ তারিখে একটি কর্পোরেট চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। উক্ত চুক্তি সম্পাদনের ফলে 'পদক্ষেপ' এ কর্মরত সকল কর্মী এবং তার পরিবারের বাবা-মা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানগণ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রাপ্ত হবেন।

IBN SINA

এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- সংস্থায় কর্মরত সকল কর্মী এবং তার পরিবার ইবনে সিনা হাসপাতাল হতে পিসিআর পরীক্ষার উপর ৩৫%, বিভিন্ন ধরনের প্যাথলজিক্যাল ও বায়োকেমিস্ট্রি পরীক্ষা উপর ৩৫%, সকল প্রকার রেডিওলজি ও ইমেজিং পরীক্ষায় ৩০% মূল্যছাড় পাবেন। উক্ত মূল্যছাড় ইনডোর ও আউটডোরে আগত সকল কর্মীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। উক্ত হাসপাতাল থেকে বিশেষ মূল্য ছাড় পাওয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মীকে বা কর্মীর পরিবারের সদস্যদের সেবা গ্রহণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক প্রমাণপত্র যেমন স্টাফ আইডি কার্ড বা ফটোকপি অথবা লিখিত ডকুমেন্টস প্রদর্শন করতে হবে।

আগস্ট মাসে ১১৬ জনকে নিয়োগ

আগস্ট ২০২৪ মাসে 'পদক্ষেপ' এর প্রধান কার্যালয়ের মাইক্রোফাইন্যান্স প্রোগ্রামে সিনিয়র সহকারী পরিচালক ও আরএম পদে ৩ জন; অর্থ ও হিসাব বিভাগে সিনিয়র ম্যানেজার পদে ২ জন; অডিট বিভাগে সিনিয়র ম্যানেজার পদে ১ জন; নির্বাহী পরিচালকের সচিবালয়ে ম্যানেজার পদে ১ জন; পিডি অ্যান্ড আইসি বিভাগে ম্যানেজার পদে ১ জন; মানব সম্পদ ও প্রশাসন বিভাগে ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি পদে ১ জন, জোনাল ম্যানেজার পদে ২ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

এছাড়া মাঠ পর্যায়ে 'ইউপিএইচসিএসডিপি-২' প্রকল্পে নেত্রকোণায় মেডিকেল অফিসার পদে ১ জন; 'আইসিবিসি' প্রকল্পে ভোলা ও লক্ষ্মীপুরে প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর পদে ১ জন, সহকারী প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর পদে ১ জন ও সিসিসিএস পদে ৩ জন; 'সিটিএম' প্রোজেক্টে মৌলভীবাজারে প্রজেক্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে ১ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া মাইক্রোফাইন্যান্স প্রোগ্রামের বিভিন্ন জোনে সিএম-১/এবিএম (লোন) ও বিএম পদে ১১৬ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

এছাড়াও ঢাকা দক্ষিণ, পটুয়াখালী, ফরিদপুর ও ময়মনসিংহ ব্রাঞ্চে ৬ জনকে অফিস সহকারী এবং রংপুর জোনে ১ জনকে সিকিউরিটি গার্ড পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

আগস্ট মাসে প্রশিক্ষণ পেয়েছে ১৯৭ জন

আগস্ট ২০২৪ মাসে অভ্যন্তরীণভাবে 'পদক্ষেপ' এর ৫৫ জনকে 'বেসিক ওরিয়েন্টেশন'; ৬৭ জন কমিউনিটি ম্যানেজারকে দলীয় গতিশীলতা, সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা; ৭৪ জন নিয়োগপ্রাপ্ত সহকারী ব্রাঞ্চ ম্যানেজার এবং ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনিগণকে হিসাব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

এছাড়া বহি:উৎস হতে প্রশিক্ষণ হিসেবে সহকারী ব্যবস্থাপক পদে ১ জনকে Financial budget, Tax, Vat & Regulatory requirements বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ আগস্ট মাসে সর্বমোট প্রশিক্ষণ পেয়েছে ১৯৭ জন।

শোকবার্তা

বরিশাল জোনের শরিয়তপুর এরিয়ার আওতাধীন নড়িয়া ব্রাঞ্চের কমিউনিটি ম্যানেজার-১ মোঃ মিজানুর রহমান (কর্মী পরিচিতি নং: ০১৩৭৬৪০৩১৮) ব্লাড ক্যান্সার জনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে গত ১৭ আগস্ট ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ রোজ শনিবার বিকাল ৪:০০ ঘটিকায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৩৪ বছর। সহকর্মীর এই দুঃখজনক মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত ও মর্মাহত। মরহুমের মৃত্যুতে তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন ও পরম করুণাময়ের কাছে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।